স্যার আর্থার কোনান ডয়েল

# রাজাবন্দির রোমাঞ্চকর অভিযান

প্রকাশনায়: ক্যাটালগ
www.catalog.com.bd

স্যার আর্থার কোনান ডয়েল রচিত 'দ্য এক্সপ্লয়েটস অব ব্রিগেডিয়ার জেরার্ড' থেকে

# রাজাবন্দির রোমাঞ্চকর অভিযান

(*How the Brigadier Held the King*)

অনুবাদ ও পরিবেশনা: ক্যাটালগ (www.catalog.com.bd)

---

## পর্ব ১: টরেস ভেড্রাসের সামনে এবং একটি অদ্ভুত বাজি

আপনি কি কখনো লর্ড ওয়েলিংটনের নাম শুনেছেন? আমার ধারণা, আপনারা সবাই শুনেছেন। কিন্তু আপনি কি জানেন, যদি আমি তাঁর সাথে সেই সকালে পর্তুগালের সীমান্তে এক নির্জন রাস্তার মোড়ে দেখা না করতাম, তবে ইউরোপের ইতিহাস অন্যভাবে লেখা হতো? ফরাসি সেনাবাহিনীর দশম হুসার রেজিমেন্টের অফিসার এতিয়েন জেরার্ডের জীবনের অনেক রোমাঞ্চকর অভিযানের মধ্যে এই ঘটনাটি এক বিশেষ স্থান দখল করে আছে।

সময়টা ছিল ১৮১০ সালের শেষভাগ। মার্শাল মাসেনা আমাদের ফরাসি বাহিনীর সেনাপতি। আমরা লিসবনের ঠিক বাইরে ওয়েলিংটনের বিখ্যাত ‘টরেস ভেড্রাস’ দুর্গের প্রতিরক্ষা লাইনের সামনে থমকে দাঁড়িয়ে ছিলাম। ইংরেজরা তাদের মজবুত পাথরের দেয়াল আর পাহাড়ের আড়ালে নিরাপদ আশ্রয় নিয়েছিল। তারা যুদ্ধ করতে নামছিল না, আবার আমরাও সেই দুর্গ ভেদ করতে পারছিলাম না। ফলে দুই সেনাদলের মধ্যে কেবল অপেক্ষা আর ছোটখাটো টহলদারির কড়া নজরদারি চলছিল।

দুই সেনাদলের সীমানার মাঝামাঝি জায়গায় একটা বড় ধ্বংসপ্রাপ্ত সরাইখানা বা ইন (Inn) ছিল। এই সরাইখানাটিকে আমরা উভয়েই এক ধরনের নিরপেক্ষ অঞ্চল হিসেবে ব্যবহার করতাম। সেখানে ইংরেজ অফিসাররা আসত, ফরাসি অফিসাররাও যেত। আমরা একসাথে মদ্যপান করতাম, গল্প করতাম এবং নিজেদের মধ্যে তাস খেলতাম। যুদ্ধক্ষেত্রের এমন এক

অদ্ভুত নিয়ম ছিল যা কেবল বীর সেনানীরাই বুঝতে পারে।

সেই সরাইখানায় একদিন ইংরেজদের ষোড়শ ড্রাগুন রেজিমেন্টের বেশ কয়েকজন অফিসার উপস্থিত ছিলেন। তাদের মধ্যে একজন ক্যাপ্টেন ও'হারা নামে তরুণ অত্যন্ত চঞ্চল ও বাচাল প্রকৃতির ইংরেজ অফিসার ছিলেন। তিনি তাসের টেবিলে বসে ফরাসি হুসারদের দক্ষতা নিয়ে উপহাস করছিলেন।

"জেরার্ড," ও'হারা তাস নাড়াচাড়া করতে করতে আমাকে বললেন, "তোমরা ফরাসিরা যুদ্ধক্ষেত্রে অসাধারণ হতে পারো, কিন্তু তাস খেলায় অথবা ছদ্মবেশে কৌশল খাটানোতে তোমরা আমাদের চেয়ে অনেক পিছিয়ে।"

আমার মেজাজ চড়ে গেল। ফরাসি সেনার গৌরব ও নিজের সম্মানে আঘাত সহ্য করার পাত্র এতিয়েন জেরার্ড নয়! আমি চাবুক দিয়ে টেবিলে আঘাত করে বললাম, "ক্যাপ্টেন ও'হারা! ফরাসি অফিসাররা

তাসের টেবিলেও যেমন রাজাকে কাবু করতে জানে, যুদ্ধক্ষেত্রেও ঠিক তেমনি জানে। আপনি বাজির পরিমাণ বলুন!”

ও’হারা হাসলেন। তিনি বললেন, “বেশ! বাজি হলো, আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যদি তুমি ইংরেজ লাইনের ভেতর ঢুকে লর্ড ওয়েলিংটনের প্রধান কার্যালয়ের খবর নিয়ে আসতে পারো এবং অক্ষত অবস্থায় তাস খেলায় একটি ‘কিং’ (King) ধরে দেখাতে পারো, তবে ১০০ গিনি বাজি আমি হারব।”

আমি বাজি গ্রহণ করলাম। কারণ একজন ফরাসি বীরের জন্য অসম্ভব বলে কোনো শব্দ নেই!

## পর্ব ২: রাতের অন্ধকারে শত্রুর সীমানায়

পরদিন গভীর রাতে আমি আমার প্রিয় ঘোড়া ‘বার্টান্ড’-এর পিঠে চাপলাম। গায়ে ছিল সাধারণ পেজেন্ট বা কৃষকের আলখাল্লা, যার নিচে আমার ফরাসি হুসার ইউনিফর্ম আড়াল করা ছিল। রাতটি ছিল অত্যন্ত

অন্ধকার। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছিল আর কুয়াশায় চারপাশ ধোঁয়াটে হয়ে উঠেছিল।

ইংরেজদের পাহারাদার চৌকিগুলো খুব সতর্ক ছিল। আমি পাহাড়ি নির্জন মেঠোপথ ধরে এগোতে লাগলাম। কয়েকবার আমার খুব কাছ দিয়ে ব্রিটিশ সেন্ট্রিদের টহল দল চলে গেল। কিন্তু বার্টান্ডের পা ফেলা ছিল প্যান্থারের মতো শব্দহীন। শত্রুর চোখ এড়িয়ে আমি ইংরেজ বাহিনীর একদম অভ্যন্তরে ঢুকে পড়লাম।

পাহাড়ের চূড়ায় একটি ছোট পাথরের বাংলোতে জ্বলছিল একটিমাত্র হারিকেনের আলো। সেটিই ছিল লর্ড ওয়েলিংটনের অস্থায়ী সদর দপ্তর। আমি ঘোড়াটি বনের ঝোপে বেঁধে রেখে গুঁড়ি মেরে জানালার কাছে পৌঁছালাম। ভিতর থেকে ভেসে আসছিল ব্রিটিশ সেনাপতির গুরুগম্ভীর গলা। লর্ড ওয়েলিংটন তাঁর সহকারীদের আগামী দিনের সেনা বিন্যাস ও রসদ সরবরাহের পরিকল্পনা বোঝাচ্ছিলেন।

আমি টেবিলের ওপর থাকা ম্যাপ এবং তাঁদের কথোপকথনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ মনে মনে গেঁথে নিলাম। সম্রাটের জন্য এই তথ্যগুলো ছিল অমূল্য। কিন্তু ঠিক তখনই ঘটল অঘটন! হঠাৎ করে বার্টান্ড বনের মধ্যে একটি বুনো খাটাস দেখে ডেকে উঠল।

মুহূর্তের মধ্যে সতর্ক হয়ে গেল গার্ডরা। ঘরের ভিতর থেকে প্রদীপ নিভে গেল এবং বাইরের পাহাড়ি রাস্তায় ডজন ডজন বুটের শব্দ শুনতে পেলাম। “অনুপ্রবেশকারী! ধর ওকে!” ইংরেজদের হাঁকডাক শুরু হলো।

## পর্ব ৩: বন্দিদশা ও চতুর বুদ্ধির জয়

আমি দ্রুত দৌড়ে বার্টান্ডের দিকে গেলাম, কিন্তু তার আগেই তিন-চারজন ব্রিটিশ রেজিমেন্টের সওয়ারি আমাকে ঘিরে ফেলেছিল। অন্ধকারের কারণে আমি সঠিকভাবে তরবারি চালাতে পারিনি। ফলাফল—আমি বন্দি হলাম।

তারা আমার আলখাল্লা টেনে খুলে ফেলে আমার উজ্জ্বল ফরাসি ইউনিফর্ম দেখে তাজ্জব বনে গেল। আমাকে সরাসরি নিয়ে যাওয়া হলো একটি ঘরের ভেতর, যেখানে মেজর পদমর্যাদার একজন ইংরেজ অফিসার অবস্থান করছিলেন। তাঁর সামনে তাসের টেবিল ছিল। কাকতালীয়ভাবে, তিনি সেই মুহূর্তে অন্যান্য অফিসারদের সাথে হুইস্ট (Whist) খেলছিলেন!

মেজর আমাকে দেখে কঠোর কণ্ঠে বললেন, “একজন ফরাসি হুসার অফিসার আমাদের লাইনের এত গভীরে? আপনি কি স্পাই (গুপ্তচর)?”

আমি গর্বের সাথে বুক ফুলিয়ে বললাম, “আমি ব্রিগেডিয়ার এতিয়েন জেরার্ড! আমি কোনো সাধারণ গুপ্তচর নই, ফ্রান্সের বীর সেনা। আমি কেবল একটি বাজিতে জেতার জন্য এবং আমার সম্রাটের মান রক্ষা করতে এখানে এসেছি!”

ইংরেজি মেজরের মুখে বিস্ময় ফুটে উঠল। কিন্তু তিনি ব্রিটিশ ভদ্রতার সাথে হাসলেন। “জেরার্ড! তোমার সাহসের তারিফ করতে হয়। কিন্তু তুমি এখন আমাদের বন্দি।”

আমি তখন ঘরের কোণায় তাসের টেবিলটির দিকে তাকালাম। টেবিলের ওপর তাস ছড়ানো ছিল। মেজর যে তাসটি হাতে তুলে নিতে যাচ্ছিলেন, সেটি ছিল হৃদপিণ্ডের রাজা (King of Hearts)! আমি তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে এগিয়ে গেলাম এবং সেই তাসটির ওপর নিজের হাত চাপড়ে ধরে রাখলাম!

মেজর ও তাঁর সঙ্গীরা হতবাক হয়ে তরবারি কোষমুক্ত করলেন। কিন্তু আমি শান্তভাবে হাসলাম। আমি বললাম, “মেজর, দেখুন! ক্যাপ্টেন ও’হারার সাথে আমার বাজি ছিল, আমি ইংরেজ লাইনে ঢুকে তাসের ‘রাজা’ (King) বন্দি করে ধরে রাখব। আজ আমি লর্ড ওয়েলিংটনের সদর দপ্তরে এসে যেমন শত্রুর গুরুত্বপূর্ণ রাজা চেপে ধরেছি, তেমনি তাসের টেবিলেও রাজাকে ধরে রেখেছি!”

## পর্ব ৪: চূড়ান্ত জয় ও পলায়ন

আমার এই চতুরতা এবং অসমসাহসী রসিকতায় ইংরেজ অফিসাররা না হেসে পারলেন না। ব্রিটিশরা খেলাধুলা ও বীরত্বের কদর দিতে জানে। মেজর হেসে উঠে বললেন, "জেরার্ড, তুমি সত্যিই এক অদ্ভুত লোক! কিন্তু বাজি জিতলেও তুমি তো আমাদের বন্দি।"

"একজন ফরাসি হুসার অফিসার বেশিক্ষণ বন্দি থাকে না, স্যার!"—বলেই আমি চকিতে টেবিলটি উল্টে দিলাম এবং ঘরের একমাত্র প্রদীপটি এক লাথিতে নিভিয়ে দিলাম। নিমিষেই ঘরটি ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত হলো। গণ্ডগোলের সুযোগে আমি এক লাফে খোলা জানালা দিয়ে বাইরে গড়িয়ে পড়লাম।

বাইরে নেমেই আমি এক তীব্র শিস দিলাম। আমার বিশ্বস্ত বার্টান্ড বাঁধন ছিঁড়ে আমার কাছে ছুটে এল। আমি মুহূর্তের মধ্যে তার পিঠে সওয়ার হয়ে বনের

গভীর অন্ধকারে মিলিয়ে গেলাম। পেছন থেকে আসা একের পর এক বন্দুকের গুলি কেবল রাতের বাতাস ভেদ করে চলে গেল, আমার গায়ে একটিও লাগেনি।

ভোরের সূর্য যখন পিরেনিজ পাহাড়ের চূড়ায় লাল আলো ফেলছিল, তখন আমি নিরাপদে আমাদের ফরাসি শিবিরে ফিরে এলাম। সরাইখানায় গিয়ে আমি লর্ড ওয়েলিংটনের সদর দপ্তরের নিখুঁত ম্যাপের তথ্য ও সেই 'কিং অব হার্টস' তাসের খবর বন্ধুদের শোনালাম। ক্যাপ্টেন ও'হারা নিজের পরাজয় স্বীকার করে নিয়ে তাঁর ১০০ গিনি বাজি পরিশোধ করলেন।

এইভাবেই এতিয়েন জেরার্ড কেবল বাজিতেই যেতেনি, বরং ইংরেজদের দুর্গলাইনের বুক চিরে এক অসমাপ্ত লড়াইয়ের গল্প লিখে এসেছিল, যা আজও ফরাসি হুসারদের মুখে মুখে ফেরে!

---

* স্যার আর্থার কোনান ডয়েল রচিত মূল 'How the Brigadier Held the King' গল্পের বাংলা সংস্করণ। বাংলা অনুবাদ ও পরিবেশনায়: ক্যাটালগ (www.catalog.com.bd)